যায়যায়দিন

তারিখ 6 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

বইয়ের লিস্ট লম্বা হলেও শিক্ষার মান জিরো

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে প্রি-ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার নামে চলছে বাণিজ্য। জেলা শহর, উপজেলা ও পাড়া-মহল্লায় প্রায় ৫০০ প্রি-ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দক্ষ টিচার, ভালো সিলেবাস ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের রয়েছে তীব্র সঙ্কট। এছাড়া একেক প্রতিষ্ঠান চলে একেক নিয়মে। একটির সঙ্গে অন্যটির সিলেবাস কিংবা বইয়ের কোনো মিল নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতি শ্রেণীতে অতিরিক্ত ৮-১০টি বই পাঠ্য করা হয়। এতে চাপ পড়ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর। অতিরিক্ত ওই বইগুলো পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করাকে কেন্দ্র করে চলে শিক্ষকদের বই বাণিজ্য। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা পাবলিকেশন ও স্থানীয় লাইব্রেরির সঙ্গে যোগসাজশ করে নিম্নমানের বই পাঠ্য করে পেয়ে থাকেন উপঢৌকন কিংবা মোটা অঙ্কের কমিশন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যবই কেবল সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিতেই বিক্রি হয় বলে লাইব্রেরি মালিকরা অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের টাকা।

গাজীপুরে ৫০০ কিন্ডারগার্টেন

শুধু তাই নয়, অধিকাংশ প্রি-ক্যাডেট ও কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও রয়েছে বাণিজ্য ও নানা অনিয়ম। এ ক্ষেত্রে নেই কোনো নীতিমালা, পত্রিকায়ও দেয়া হয় না কোনো বিজ্ঞপ্তি। এতে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ অনেকেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যায়। এ ব্যাপারে জনৈক অভিভাবক আঃ মতিন জানান, ভাড়া বাড়িতেই শুরু করা হয় এসব প্রতিষ্ঠান। এখানে থাকে না খেলার মাঠ, প্যারেড হয় না, জাতীয় পতাকা উড়ে না। শিক্ষাদানের নেই কোনো পরিবেশ, অথচ শিক্ষাদানের নামে স্কুলে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত গৃহবন্দি করে শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুল কাদির জানান, গাজীপুরে ৫৪২টি সরকারি, ১৩৯টি রেজিস্টার্ড এবং ২৪টি আনরেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে কিছু শিক্ষকের অভাব থাকলেও পাঠদানের পরিবেশ রয়েছে। এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের কেবল জাতীয় শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বই পড়ানো হয়। তিনি আরো বলেন, কিন্ডারগার্টেনে অতিরিক্ত বই পাঠ্য করায় বয়সের তুলনায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়ছে। তারা আমাদের মনিটরিংয়ে চলে না। আমাদের কাছে তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই।